দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৪ নভেম্বর ২০২৬ ॥ ২৩ জমাদিউল উলা ১৪৪৮ ॥ ১৯ কার্তিক ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১৪৮ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী-ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল।

সূরা আল ইমরান ৯৩





দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ওয়াই-আকৃতির দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় যমুনা সেতু এবং পদ্মা ২ এর পাতায় দেখুন



১৭ বছর গণতন্ত্র লুণ্ঠিত করেছিল আওয়ামী লীগ: স্পিকার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দীর্ঘ ১৭ বছর আওয়ামী লীগ সরকার অন্যায়, জুলুম, নিপীড়ন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র লুণ্ঠিত ২ এর পাতায় দেখুন



পাহাড়সম ব্যর্থতা ঢাকতে বিরোধীদলের ওপর দায় চাপাচ্ছে সরকার: জামায়াত আমির

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পাহাড়সমান অদক্ষতা চাপা দেওয়ার জন্য বিরোধীদলের ওপর সরকার দায় চাপাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় ২ এর পাতায় দেখুন



সরকার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন বড় রূপ নিয়েছে: নাহিদ ইসলাম

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে যৌক্তিক উল্লেখ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ২ এর পাতায় দেখুন

পুড়ছে মধ্যবিত্তের পকেট

দক্ষিণ এশিয়ায় এলপিজির দামে শীর্ষে বাংলাদেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এখন আকাশছোঁয়া। প্রতিবেশী দেশগুলোর বাজারচিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এ অঞ্চলে রান্নার গ্যাসে সবচেয়ে বেশি অর্থ গুণতে হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ ভোক্তাদের। এতে করে জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয়ের যাঁতাকলে পড়ে দেশের সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের বাজেটে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাজার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্যের দিক থেকে শীর্ষ স্থানটি এখন বাংলাদেশের দখলে। গণমাধ্যমে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বর্তমান মূল্যচিত্র নিম্নরূপ- বাংলাদেশ: দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ দামে এলপিজি কিনতে হচ্ছে বাংলাদেশের ভোক্তাদের। বর্তমানে এখানে প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের নির্ধারিত মূল্য পৌঁছাল রেকর্ড ২০৬০ টাকায়। পাকিস্তান: তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পাকিস্তানে এই সমপরিমাণ সিলিন্ডারের দাম ১৪৮৮ টাকা। শ্রীলঙ্কা: দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় ১২ কেজির প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম রাখা হচ্ছে ১৩৯২ টাকা। নেপাল: দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার মতো হিমালয় কন্যা নেপালেও ১২ কেজি এলপিজির প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম রাখা হচ্ছে সমান ১৩৯২ টাকা। ভারত (কলকাতা): পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতা বাজারে এলপিজির দাম এ অঞ্চলে সবচেয়ে কম, যেখানে ১২ কেজি সমমানের সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১০৮৮ টাকায়। বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেওয়া হলেও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে মূল্যের এই আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেশের বাজারে দুর্বল তদারকি ও আমদানিনির্ভর ব্যবস্থাপনার ভঙ্গুর চিত্রটিই স্পষ্ট করে তুলছে। সম্প্রতি বাজারের এমন চরম বৈষম্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সিনিয়র সহসভাপতি এম শামসুল আলম ২ এর পাতায় দেখুন



হাসিনা-কামালের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ বাস্তবায়ন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলামের সাক্ষর করা চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, দণ্ডিত পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণে না নিলে যেকোনো সময় তা ভোগ, বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে ট্রাইব্যুনালের বাজেয়াপ্তকরণ-সংক্রান্ত রায় ও আদেশ নিষ্ফল করে দিতে পারে। তাই, অনতিবিলম্বে দণ্ডিত দুজনের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে তা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিতে এবং ২০২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ২ এর পাতায় দেখুন



নগরীতে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম সফল করতে অ্যাডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সিটি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন -কীর্তনখোলা

বরিশাল সিটিতে তৈরি হচ্ছে ১৬ ফুটসাল মাঠ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বর্তমান সরকারের ক্রীড়া উন্নয়ন ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রধিকার ভিত্তিতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সিটি কপোরেশন এলাকাগুলোতে ফুটসাল মাঠ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় খেলার মাঠ উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় বরিশাল নগরীতে তরুণ প্রজন্ম ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৬ ফুটসাল মাঠ প্রস্তুতের তালিকা চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে বরিশাল সিটি কপোরেশন (বিসিসি)। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বরিশাল সিটি কপোরেশন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। শিঘ্রই বিষয়টি বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তরুণ প্রজন্ম ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক ২ এর পাতায় দেখুন

মেয়েকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে থাপ্পড়

হামলা-ভাঙচুরের মামলায় রুমিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মাদ্রাসাছাত্রীকে চুমু ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে শিক্ষককে মারধর এবং সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় ভাঙচুরের ঘটনায় করা মামলায় ছাত্রীর বাবা শাহজালাল রুমিকে চার সপ্তাহের মধ্যে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। জামিন আবেদনের শুনানি শেষে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. সেলিম ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। জামিন আবেদনে রুমির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুবুর রহমান খান, বেল্লাল হোসেন ও রুহুল আমীন মোল্লা (হাসান)। গত ২৪ অক্টোবর গাজীপুরের টঙ্গীর আওচপাড়া এলাকায় অবস্থিত ক্বারিউল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসায় ২ এর পাতায় দেখুন



পুলিশের মধ্যস্থতায় চরকাউয়া থেকে ছয় রুটে বাস চলাচল শুরু

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পুলিশের মধ্যস্থতায় বরিশালের চরকাউয়া বাস মালিক সমিতি ও অটোরিকশা, থ্রি-হুইলার শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের অবসান হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মূল সড়কে চলাচল করতে পাবরে না অটোরিকশা। লিংক রোড থেকে অভ্যন্তরীণ সড়কে যাত্রী পরিবহন করবে তারা। এতে সহযোগিতা করবে বাস শ্রমিকরা। পুলিশের এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে টানা ২৪ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সকাল ৬টায় চরকাউয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে অভ্যন্তরীণ ৬টি রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এর ফলে দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে হাজার হাজার যাত্রীদের। এর আগে মূল সড়কে যত্রতত্র যাত্রী পরিবহন, বিশৃঙ্খলা এবং হামলা, ভাঙচুরের পাল্টাপাল্টি অভিযোগে চরকাউয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ৬টি রুটে বাস চলাচল ২ এর পাতায় দেখুন

তাহসিফের মৃত্যু দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততার সন্দেহ রাষ্ট্রপক্ষের

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা তাহসিফ সাউরিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে- এমন সন্দেহের কথা আগেই আদালতে জানিয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ। এবার তার মৃত্যুর ঘটনায় দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততার আশঙ্কার কথাও তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার তাহসিফের বন্ধু ও স্থানীয় ছোট ভাই আহমেদ শাহরিয়ার রেজা দীপের দ্বিতীয় দফা রিমান্ড শুনানিতে এমন বক্তব্য দেন তিনি। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসান শাহাদাতের আদালতে মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) দীপের রিমান্ড আবেদনের শুনানিতে এ সন্দেহের কথা জানান রাষ্ট্রপক্ষের ২ এর পাতায় দেখুন

‘বিশেষ ক্ষমতায়’ নারীদের বশ করেন কবিরাজ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ঝাড়ফুঁক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার নামে অসুস্থ এক কিশোরীর সঙ্গে প্রতারণা, বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ ভিডিওধারণের অভিযোগ উঠেছে তাইজুল ইসলাম মুসা নামে কথিত এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সেই অন্তরঙ্গ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কিশোরী ও তার মাকে হয়রানি এবং ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগও রয়েছে। সবশেষ, কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে তাকে বিয়ে না করার কথা জানিয়ে এবং বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় কিশোরীর সৎ বাবা মেহেদী হাসান রিয়াজ (৩১ অক্টোবর) কলাপাড়া থানায় নারী নির্যাতন ও পর্নোগ্রাফি আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি জানাজানি হয় সোমবার (২ নভেম্বর)। মামলায় কবিরাজ তাইজুল ইসলাম মুসাকে প্রধান অভিযুক্ত করে, তার স্ত্রী ফাহিমা বেগমসহ সাতজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুই থেকে তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। অভিযুক্ত তাইজুল ইসলাম মুসা উপজেলার ডালবুগঞ্জ ইউপির মনসাতলীর বাসিন্দা। এলাকায় তিনি ঝাড়ফুঁকের কবিরাজি চিকিৎসক নামে বেশ পরিচিত বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কোনো নারীর দিকে তাকালে তাকে বশ করে ২ এর পাতায় দেখুন





সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মুক্ত মত.....

হ্যালো ৯৯৯

অনলাইন ও সামাজিক মিডিয়ায় নজরদারি দরকার

ইদানিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন মিডিয়ায় নানান ধরনের অপপ্রচার ও গুজবে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রথমে যে বিষয়টির পক্ষ নিয়ে কথা বলি পরবর্তীতে মনে হয় কাজটি ঠিক হয়নি। অনুমোদনহীন মোবাইল নিউজের জন্য ও সামাজিক মিডিয়ায় কোনো ধরনের বিধিনিষেধ না থাকার কারণে সুবিধাবাদী লোকেরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে।

কিছুদিন আগে টঙ্গীর মাদ্রাসায় শিশু ছাত্রীকে চুম্বন নিয়ে বডিবিল্ডার রুমির থাপ্পড় কাণ্ডে দেশের বাবারা মেয়ের সম্মান বাঁচানো জন্য এমন থাপ্পড়ের প্রশংসাই করছিলেন। তাদের ভাষ্য ছিলো ঘরে ঘরে এমন বাবা দরকার। মাদ্রাসার শিক্ষকের বিপক্ষে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় চলছিলো। কিন্তু অতি সম্প্রতি সে ধারনা পরিবর্তন হতে শুরু করে। বের হতে থাকে রুমির নামে নানা প্রচার কিংবা অপপ্রচার। যার কোনোটাই ২ এর পাতায় দেখুন

হরমুজ প্রণালিতে তিনটি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানের অনুমতি ছাড়াই হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের সময় নৌমাইনে আঘাত লেগে তিনটি তেলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে দাবি করেছে দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। সংস্থাটির নৌবাহিনীর দাবি, বিস্ফোরণের পর জাহাজগুলোতে আগুন ধরে যায়। আইআরজিসি জানায়, জাহাজ তিনটি প্রণালির দক্ষিণ অংশ দিয়ে চলাচলের সময় নিজেদের অবস্থান শনাক্ত করার ব্যবস্থা বন্ধ করে রেখেছিল। ইরানের অনুমতি ছাড়াই চলাচলের সময় সেগুলো নৌমাইনে আঘাত পায়। পরে প্রণালির দক্ষিণ উপকূলের কাছে ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা



উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা, সদর রোড, বরিশাল, 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি, প্যারাবাজার, সদর রোড, বরিশাল, 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি, সদর রোড, বরিশাল, 01763-107720	রহমান বুক হাউজ, প্যারাবাজার, সদর রোড, বরিশাল, 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি, অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল, 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি, অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল, 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি, বি.এম কলেজের সামনে, 01726-074663	হক লাইব্রেরি, বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে, 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি, বি.এম কলেজ মসজিদ গেট, 01717-488083



ফুটপাত দখল ও নোংরা পরিবেশ ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের (বিসিসি) উদ্যোগে নগরীতে ফুটপাত দখলমুক্ত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে একটি বিশেষ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) নগরীর শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন বান্দরোড এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে ৪টি মামলায় সর্বমোট ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বিসিসির এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হান উজ জামানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান সূত্রে জানা যায়, জনসাধারণের চলাচলের পথ বা ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯-এর ৯২(৭) ধারায় ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনাগুলো উচ্ছেদ ও অপসারণ করা হয়। এছাড়া, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত এবং ব্যবসা পরিচালনা করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫৩ ধারায় দুটি খাবারের হোটেলকে জরিমানা করা ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

সচেতন প্রয়াস কাম্য

দিনে দিনে প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। অফিস-আদালত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে লেগেছে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে যোগাযোগব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে। অন্যদিকে অপরাধীচক্র এই প্রযুক্তিকেই বানিয়েছে হাতিয়ার। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অনেকের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মানুষের জীবন অসনীয় করে তুলেছে। সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার পাশাপাশি অনেকে বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির শিকারও হয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই সাইবার জগতের অপরাধীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এআই ঘিরে বড় যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা হলো সত্য-মিথ্যার ভেদরেখা মুছে দেওয়া। এআই ব্যবহার করে অনেক ছবি ও ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাৎক্ষণিক বোঝার উপায় থাকে না–এটি সত্য, নাকি নকল। অনেকে সত্য মনে করে সেই কনটেন্ট ছড়াতে থাকেন। অনেক সময় দেখা গেছে, সামাজিক উত্তেজনা তৈরি করে একটি দল নিজেদের ফায়দা হাসিল করে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যও এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এমন অপতথ্য অনেকের মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়েছে। শুধু কি বাংলাদেশ? না। সারা বিশ্বেই বাড়ছে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে নিয়েও ছড়ানো হয়েছে এআই দিয়ে তৈরি একাধিক ভুয়া ছবি ও ভিডিও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেলোনি জানান, তাঁর ভুয়া ছবিকে বাস্তব হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ডিপফেক ও এআই অত্যন্ত বিপজ্জনক হাতিয়ার, যা মানুষকে বিভ্রান্ত ও অপমানিত করতে পারে।' তবে আমাদের দেশের পরিস্থিতি বেশ নাজুক। কেননা এখানে অপরাধ বাড়লেও সেই তুলনায় আইনের প্রয়োগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিযোগ করার প্রবণতাও কম। গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, ৯০ শতাংশের বেশি ভুক্তভোগী মামলা করতে চান না। এর কারণও অবশ্য অজানা নয়। বিচারের নামে হয়রানি, দীর্ঘসূত্রতা দেশের সাধারণ চিত্র। এ কারণে ভুক্তভোগী অনেকেই আইনের পথে যেতে চান না। এতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আরো কঠিন হয়ে পড়ে এবং অপরাধীরাও ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। এটি ঠিক যে আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহাকারীদের অনেকেই সচেতন নন। পাসওয়ার্ড সংরক্ষণের মতো প্রাথমিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো অনেকের অজানা। আবার হয়রানির শিকার হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে, সেই তথ্যও অনেকের কাছে নেই। এসব দুর্বলতার সুযোগে সাইবার অপরাধ বেড়েই চলছে।

হরমুজ প্রণালিতে তিনটি

জাহাজগুলোতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বিশ্বের জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইরানের অনুমতি ছাড়া চলাচলের বিরুদ্ধে বারবার সতর্ক করেছে তেহরান। এদিকে ইরানের উপকূলীয় শহর বন্দর খামিরের আকাশে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে দেশটির আইআরজিসি)। ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্দর খামির উপকূলীয় এলাকায় দুটি 'লুকাস' ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে আইআরজিসি। এর আগে গত রাতে হরমুজ প্রণালিতেও একটি ড্রোন ধ্বংস করার কথা জানিয়েছিল আইআরজিসির নৌবাহিনী। তবে ভূপাতিত ড্রোনগুলোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্যের কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

ফুটপাত দখল ও নোংরা পরিবেশ

হয়েছে। এর মধ্যে 'মায়ের দোয়া হোটেল' এবং 'পবিত্র হোটেল'-কে প্রত্যেককে ৫,০০০ টাকা করে মোট ১০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পরীক্ষা করেন। যাদের ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা ছিল না, তাদের দ্রুত লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নগরবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এবং ফুটপাত জনসাধারণের চলাচলের উপযোগী রাখতে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক ও উচ্ছেদ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

হামলা-ভাঙচুরের মামলায়

বহিরাগতদের নিয়ে প্রবেশ, শিক্ষককে মারধর, মাদ্রাসার অফিসকক্ষ ভাঙচুর ও ১৭ লাখ টাকা লুটের অভিযোগে শাহজালাল রুমির বিরুদ্ধে ওই মামলা করা হয়। অন্যদিকে ছাত্রীকে চুমু দেওয়া ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে পরিবারের করা মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষক মুসলেম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের মধ্যস্থতায় চরকাউয়া

বন্ধ করে দেন মালিক এবং শ্রমিকরা। অন্যদিকে নেহালগঞ্জ এলাকায় অটোরিকশা ভাঙচুর এবং চালকদের মারধরের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে অটোরিকশা শ্রমিকরা। এর ফলে সোমবার সকাল ৬টায় বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের চরকাউয় বাসস্ট্যান্ড থেকে ডিসি রোড, লক্ষ্মীপাশা, লাহার হাট, কাটাদিয়া, হলতা ও সিদ্দিক বাজারসহ ৬টি রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। এসব রুটে প্রায় ৭০টি বাস চলাচল করে। এখান থেকে প্রতিদিন গড়ে কয়েক হাজার যাত্রী যাতায়াত। চরকাউয়া বাস মালিক সমিতির সভাপতি মামুন খন্দকার বলেন, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর থানা এবং জেলার বাকেরগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় সোমবার রাতে বাস মালিক-শ্রমিক এবং অটোরিকশা ও থ্রি-হুইলার মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অটোরিকশা এবং থ্রি-হুইলার বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩০০ ফুট দূর থেকে যাত্রী তুলবে। তাছাড়া মূল সড়কে চলাচল না করে লিংক রোডের মুখে অবস্থান করবে। বাস থেকে লিংক রোড অটো-থ্রি-হুইলার স্ট্যান্ড যাত্রী নামিয়ে দেবে। এতে উভয় পক্ষই সমানভাবে যাত্রী পাবে। তিনি আরও বলেন, রাতে সিদ্ধান্তের পর সকালে বৈরাগী বাড়ির পুল এলাকায় পুনরায় সড়ক অবরোধ করে রাখে অটোরিকশা শ্রমিকরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা হলে পুনরায় মালিক এবং শ্রমিকরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেবে বলে জানান সমিতির সভাপতি মামুন খন্দকার। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সনজীত চন্দ্র নাথ বলেন, বাস এবং অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে সব রুটে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা

আইনজীবী মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন। এর আগে দীপের প্রথম দফার রিমান্ড শুনানিতে গত ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আজিজুল হক দিদার সন্দেহ প্রকাশ করে আদালতকে বলেছিলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার ভিডিও করেছিলেন তাহসিফ সাউরি। পরবর্তীকালে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়। এ কারণে ভিকটিমকে খুন করা হতে পারে। চার দিনের রিমান্ড শেষে মঙ্গলবার দীপকে আদালতে হাজির করে নতুন করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাজীপুরের টঙ্গী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক ফিরোজ উদ্দিন। আবেদনে তিনি আটটি কারণ উল্লেখ করেন। রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামছুদ্দোহা সুমন বলেন, গত ২৭ অক্টোবরের ঘটনা। এ আসামি ভিকটিমকে ওই দিন সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বাসা থেকে ডেকে নেয়। তারা নেস্ট বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে যান। সেখান থেকে টঙ্গীর মাজার বস্তিতে যায়। সেখান থেকে যায় তুরাগ নদীর পাড়ে। সেখান থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। একজন নদীতে পড়ে যান। আর এ আসামি বাসায় চলে যায়। তিনি আরও বলেন, তার সহকর্মী বা বন্ধু যে নদীতে পড়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, তার কি হয়েছে না হয়েছে এ বিষয়ে উৎকণ্ঠা দেখা যায়নি। বিষয়টি কাউকে জানায়ওনি। পরে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। মামলায় সম্পৃক্ত থাকায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে সে ভাসা ভাসা তথ্য দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানার জন্য তাকে আবার সাত দিনের রিমান্ড প্রয়োজন। তাহসিফের মৃত্যুর ঘটনায় অন্য কোনো দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন আইনজীবী সুমন। তিনি বলেন, আমরা এনায়েত করিম চৌধুরী, ভারতীয় নাগরিক রবিউলকে ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের মোটিভ আর এই আসামিকে রিমান্ডে নেওয়ার পর মোটিভ একই মনে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এ আসামি যেমন ভাসা ভাসা তথ্য দিচ্ছে, তারাও একই রকমভাবে তথ্য দিয়েছিল। আমরা সন্দেহ করি, দেশি ও বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে পারে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত দীপের আরও তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের ভিডিও ধারণকারী হিসেবে আলোচনায় আসা তাহসিফ সাউরির ভাসমান মরদেহ গত ২৮ অক্টোবর বিকেলে তুরাগের রাজাবাড়ী ঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। এ ঘটনায় ওই রাতেই তাহসিফের বন্ধুস্থানীয় ছোট ভাই দীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে গত শনিবার প্রথম দফায় তার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় দীপের ডাকে বাসার নিচে নামেন তাহসিফ। এরপর নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে বাসা থেকে বের হন তিনি। ২৯ অক্টোবর দীপ জানিয়েছিলেন, একটি রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার পর উত্তরা হাউজবিল্ডিং এলাকায় তাহসিফের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান তিনি। এ ছাড়া দীপের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩০ অক্টোবর সকালে টঙ্গীর মাজার বস্তি এলাকা থেকে তাহসিফের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। 'মাদকস্পট' হিসেবে পরিচিত ওই এলাকায় মধ্যরাতে তাহসিফের সঙ্গে যাওয়ার কথাও স্বীকার করেন দীপ। একপর্যায়ে গত শুক্রবার তাকে নিয়ে টঙ্গীর ওই এলাকা পরিদর্শন করেন পিবিআই কর্মকর্তারা। এদিকে, এ মামলায় গত রোববার তাহসিফের বান্ধবী জেরিকা তাসনিম দিশাকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত। ঘটনার দিন রাতে উত্তরার একটি বারে তাহসিফের সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল।

'বিশেষ ক্ষমতায়' নারীদের

ফেলেন এবং পরবর্তীতে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। অভিযোগে জানা যায়, ওই কিশোরীর সৎবাবা মেহেদী হাসান রিয়াজ কর্মস্থলের কারণে বরিশালের রূপাতলীতে বসবাস করেন। অপরদিকে তার স্ত্রী ও কিশোরী মেয়ে কলাপাড়া পৌরসভার নাচনাপাড়া মদীনাবাগ এলাকায় আব্দুল ওয়াদুদের একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। তবে ওই কিশোরী রিয়াজের প্রথম স্ত্রীর সন্তান। জানা যায়, প্রায় ১৪ বছর আগে দ্বিতীয় বিয়ে করার পর থেকে কিশোরী তার সৎমায়ের সঙ্গে কলাপাড়ায় বসবাস করছেন। রিয়াজও মাঝেমধ্যে ওই ভাড়া বাসায় গিয়ে থাকতেন। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, কিশোরী অসুস্থ থাকায় তার পরিবার বিভিন্নভাবে চিকিৎসার চেষ্টা করছিল। এরমধ্যে পূর্বপরিচিত অসিম গাজীর মাধ্যমে কবিরাজ তাইজুল ইসলাম মুসার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর চিকিৎসার নামে তাইজুল নানা কৌশলে কিশোরীকে ফুসলিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের অসংখ্য দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করে রাখেন কবিরাজ মুসা। পরে ধারণকৃত ওই ভিডিও চিত্র ব্যবহার করে কিশোরীকে একাধিকবার দৈহিক মেলামেশায় বাধ্য করেন মুসা। একপর্যায়ে কিশোরী ও তার মা তাইজুল এবং অসিমকে বিয়ের বিষয়ে চাপ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আসামিরা ভিডিওগুলো মোবাইল ফোন থেকে পেনড্রাইভে নিয়ে কিশোরীর বাড়িতে যান বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহারে আরও বলা হয়, সেখানে কিশোরী ও তার মাকে বিষয়টি চেপে যেতে হুমকি দেন। তা নাহলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এতে ওই পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেছেন কিশোরীর বাবা। এদিকে একাধিক স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, মুসা হুজুরের বিরুদ্ধে অসংখ্য নারীর সঙ্গে এমন কর্মকাণ্ডের ঘটনা রয়েছে। তাদের দাবি, হুজুর তদবির দেওয়ার সময় কোনো নারীর দিকে তাকালে তাকে বশ করে ফেলেন এবং পরবর্তীতে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তবে তার এই ঝাড়ফুঁকের আড়ালে তিনি ভয়ংকর নারীলিপ্সুক বলেও অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে কবিরাজ মুসার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে সামনে গিয়ে যোগাযোগ করবেন বলে ফোন কেটে দেন। কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম অভিযোগের বিষয় নিশ্চিত করে বলেন, ওই হুজুরের বিরুদ্ধে তার তৃতীয় স্ত্রীরও দায়ের করা একটি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া কিশোরীর মায়ের সঙ্গেও কিছু আপত্তিকর দৃশ্য আমাদের হাতে এসেছে। আমরা সেইগুলোও যাছাই বাছাই করছি যে পুরুষ লোকটি মূসা কিনা। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানান তিনি।

বরিশাল সিটিতে তৈরি

বিকাশ ঘটবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শিশু কিশোরদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠের সংকট রয়েছে বরিশাল নগরীতে। ভালো মানের মাঠ না থাকায় নিয়মিত খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ক্রীড়া প্রেমীরা। বরিশালের উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহ্যবাহী মাঠগুলো বেশিরভাগই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অভিভাবক ও তরুণ সমাজ বলছেন, মাঠের অভাবে বিকশিত হতে পারছেনা তরুণ প্রজন্ম। তবে সরকারের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে তারা। ক্ষুদে খেলোয়াড় রাকিব হাসিন জানান, বরিশাল শহরের মধ্যে অন্যতম পরেশ সাগরের মাঠ, বিএম স্কুলের মাঠসহ আরো কিছু মাঠ আছে যা আমরা ছোট সময় দেখেছি, বর্ষার সময়ও ঘাস বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। আর এখন মাঠের যে ভঙ্গুর অবস্থা। আগে যেমন পরেশ সাগর মাঠে ক্রিকেট, ফুটবলসহ অন্যান্য ইভেন্ট হত, এখন সেখানে মেলা বসে একটি অন্যরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাকিব আরও জানায়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তদারকিতে মাঠগুলো যদি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাহলে আশা করছি মাঠের আগের যে প্রাণ সেটা ফিরে আসবে। খেলোয়াড় শান্ত বলেন, আমাদের ছোট বেলায় এলাকাভিত্তিক ছোট বড়ো খেলার মাঠ থাকায় আমরা খেলার সুযোগ পেতাম। বড় হয়ে দেখছি মাঠের সংকুলান হওয়ায় ধিরে ধিরে খেলাধুলার পরিবেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন খেলার মাঠ নেই বললেই চলে। যদি এলাকাভিত্তিক মাঠ তৈরি করা হয় তাহলে আমাদের জন্য ভালো খুবই হবে। এ উদ্যোগে তরুণ প্রজন্ম ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকশিত হবার সুযোগ হবে। শহিদুল নামে আরেক ক্ষুদে খেলোয়াড় বলেন, এখন সবাই মোবাইলে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার এলাকায় হয় ভালো মাঠ তৈরি হলে আমরা আরো বেশি অনুশিলনের সুযোগ পাবো। শিশুরা যদি খেলাধুলা করে, তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে এবং তারা লেখা-পড়ায় এগিয়ে যাবে। বরিশাল সিটি কপোরেশন জানিয়েছে, বর্তমান সরকারের ক্রীড়া উন্নয়ন ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রধিকার ভিত্তিতে বরিশাল নগরীতে নতুন করে ১৬ টি মাঠ চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। যার ব্যয় হবে ৫০ কোটি টাকা। যেখানে সারফেস লেভেলিং, প্রাকৃতিক ঘাস স্থাপন, পেরিফেরাল ড্রেনেজ, এলইডি ফ্লাড লাইট, আধুনিক ওয়াশরুম ও গ্যালারি করার পরিকল্পনা রয়েছে। চূড়ান্ত হওয়া মাঠগুলোর মধ্যে নগরীর কাউনিয়া বিসিক মাঠ, আলেকান্দার পরেশ সাগর মাঠ, কাউনিয়া হাউজিং মাঠ, আলমগীর ছাত্রাবাস সংলগ্ন মাঠ অন্যতম। বরিশাল সিটি কপোরেশনের সম্পত্তি শাখা বলছে, প্রধানমন্ত্রীর ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার প্রকল্পের ভিতরে ১৬ টি মাঠ করার জন্য একটি নির্দেশনা এসেছে। বিসিসি মাঠের ডিপিপি তৈরি করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। জানতে চাইলে বরিশাল সিটি কপোরেশনের সম্পত্তি শাখার কর্মকর্তা মো. শাকিল আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার প্রকল্পের ভিতরে খেলার মাঠ অন্যতম। এরই আলোকে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নির্দেশনা অনুযায়ী ১৬ টি মাঠ তৈরি করার একটি নির্দেশনা এসেছে। আমরা মাঠের ডিপিপি তৈরি করে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পাঠিয়েছি। সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে তৈরি করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বিশেষভাবে ১৬টি মাঠকে প্রস্তুত করছি। এ মাঠগুলোতে দিনে এবং রাতে খেলার পরিবেশ, লাইটিং ব্যবস্থায় চারদিকে নিরাপত্তা এবং গ্যালারিসহ সব সুযোগ সুবিধা থাকবে। বরিশাল নগরীতে খেলার মাঠ তৈরি হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করছে জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম। তিনি বলেন, একটা খেলোয়ার তৈরির পেছনে একটা মাঠের গুরুত্ব অনেক। যত বেশি মাঠ থাকবে, তত বেশি খেলোয়াড় তৈরি হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় দলে যারা খেলছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বরিশালের। তারা অনূর্ধ্ব ১৭ খেলা থেকেই উঠে এসেছে। আমরা নগরীর পরের সাগর মাঠকে সুন্দর করেছিলাম, কিন্তু মেলার কারণে সেটি আবার নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কপোরেশনের প্রশাসক এ্যাড. বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলার ওপরে জোর দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকায় ১৬টি খেলার মাঠ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিশুদের নেগেটিভ চিন্তাভাবনা থেকে সরিয়ে আনতে এবং মোবাইল ও মাদকে আসক্ত প্রজন্মের জন্য খেলার মাঠের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, প্রথম দিকে আমাদের ৩০ টি ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ছিল। তবে আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত ১৬ টি মাঠ তৈরির। এগুলো ফুডসাল ছোট খেলার মাঠ। বড় খেলার মাঠের ও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে বর্ধিত এলাকাগুলোতে। প্রশাসক এ্যাড. বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, বরিশাল স্টেডিয়াম এর পাশাপাশি থেকে আমাদেরকে আরো একটি বড় মাঠ দেওয়া হবে। আপাতত ১৬ টি মাঠের প্রজেক্ট আমরা জমা দিয়েছি। এটি দ্রুতই বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করছি। আমার জানা মতে ১২ টি সিটি কর্পোরেশনে মাঠ তৈরি হচ্ছে। বরিশালের নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভালো জায়গা রয়েছে, যেখানে সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরি করা হবে। সম্প্রতি বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খেলাধুলার জন্য ৪ হাজার ৫৯৯ টি ইউনিয়নে একটি করে খেলার মাঠ তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে খেলার মাঠ তৈরির জন্য সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্টেডিয়ামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ২০১ টি উপজেলা স্টেডিয়ামের কার্যক্রম চলমান। পর্যায়ক্রমে ৫০৩ টি উপজেলায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে উপজেলা স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি। এ সময় প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আরও বলেন, সরকার দেশের সিটি কপোরেশন এলাকাগুলোতে ফুটসাল মাঠ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। যা স্থানীয়ভাবে শিশু কিশোরদের খেলার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এলপিজির

বলেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও তার সুফল দেশের ভোক্তারা পাচ্ছেন না, আবার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে সাথে সাথে বিইআরসিও দেশে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া সরকারিভাবে এলপিজির যে দাম নির্ধারণ করা হয়, তা কেবল কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে; খুচরা বাজারে সেই নির্ধারিত দামে সিলিন্ডার পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলনে, বিইআরসি ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকির অভাব এবং আমদানিকারকদের সিন্ডিকেটের কারণেই আজ সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে বাড়তি দামে গ্যাস কিনতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, এলপিজি গ্যাসে এই অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো চরম হিমশিম খাচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক দর ও প্রতিবেশী দেশগুলোর বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এলপিজির দাম পুনর্বিবেচনা এবং বাজার মনিটরিং জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ ভোক্তারা।

হাসিনা-কামালের সম্পত্তি

শহীদ পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের আন্দোলন দমনে হতাহতের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত বছরের ১৭ নভেম্বর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-১। সেই সঙ্গে তাঁদের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে তা জুলাই আন্দোলনে হতাহতদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ

ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা নিতে না পারায় শ্রমিক আন্দোলন বড় আকার ধারণ করেছে। যদি এই আন্দোলনে 'ফ্যাসিস্টদের' অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তবে এর সম্পূর্ণ দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে পাবনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দলীয় কর্মী সভা ও সুধী সমাবেশে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, গত দুই সপ্তাহ ধরেই বোঝা যাচ্ছিল পোশাক খাতে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন হতে পারে। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের আগেভাগেই মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা উচিত ছিল। কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন, যদি এতে কোনো গোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে থাকে, তবে তা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চরম ব্যর্থতা। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বিরোধী দলকে কোথায় যাচ্ছে, বসছে, কি করছে তা নজরদারিতে ব্যস্ত, কিন্তু দেশের শত্রুরা কী করছে সে বিষয়ে তাদের কোনো খোঁজ নেই। ক্ষমতাসীন দল বিএনপির সমালোচনা করে এনসিপির আহ্বায়ক আরও বলেন, সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে বিএনপি আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে রাখা হয়েছে। তারা স্পেস দেওয়ায় যদি আওয়ামী লীগ সুযোগ নেয়, তবে তার দায়ও বিএনপিকে নিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, গত আট মাসে সরকার পরিচালনায় বিএনপি পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও আন্দোলন মোকাবিলার দক্ষতা সরকারের নেই দাবি করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কীভাবে আন্দোলন সমঝোতার মাধ্যমে নিরসন করা হয়েছে, তা সবাই দেখেছে। সরকারের ওপর জনগণের আস্থা না থাকায় আন্দোলন থামছে না। রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে নাহিদ ইসলাম জানান, ১১ দলীয় জোট সংসদীয় জোট হিসেবে থাকলেও আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এনসিপি স্বতন্ত্র ও এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সারা দেশে আঞ্চলিক সমাবেশের মাধ্যমে দলকে সেই লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আসন্ন ডিসেম্বর মাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বলেন, ডিসেম্বর নিয়ে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের যে অপপ্রচার, তা রাজপথে প্রতিহত করা হবে। ১৯৭১ সালের মতো ডিসেম্বর সবসময় জনগণেরই থাকবে। একই সঙ্গে ডিসেম্বরে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে নতুন চুক্তি তো দূরের কথা, মেয়াদ নবায়নও করা যাচ্ছে না। উল্টো ভারতকে কীভাবে করিডোর দেওয়া যায়, তা নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পাহাড়সম ব্যর্থতা ঢাকতে

নেতা ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, অতীতের স্বৈরাচারী কায়দায় বিরোধীদের কণ্ঠ দমন করা যাবে না। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবনে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের কারামুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা বিস্মিত বাংলাদেশে পাহাড়সম ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, অদক্ষতা চাপা দেওয়ার জন্য এখন বিরোধী দলকে অপপ্রচারের লক্ষ্যস্তরে পরিণত করা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সাপ আপনারা নাচাচ্ছেন, ওই সাপই একদিন ছোবল দিবে। ছোবল দিয়ে সাপ কিন্তু পালিয়ে যাবে। আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমরা সংসদের ভিতরে বলেছি, এই বসন্তের কোকিল যারা এসেছে কুহু কুহু করতে। বসন্তকাল পার হলে ওদের আর দেখা পাবেন না। আপনাদের যখন গ্রীস্মকাল কিংবা বর্ষাকাল আসবে, তখন এদের আর খুঁজে পাবেন না। আপনাদের ফেলে রেখে ওরা পালিয়ে যাবে। জামায়াত আমির বলেন, আমরা সাবধান করে দিচ্ছি। বিরোধী দলের চরিত্র হনন বাদ দিয়ে আপনাদের ব্যর্থতার সমাধানের চেষ্টা করবেন। যদি তা করেন, যদি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়, মানুষ আপনাদের সমর্থন করবে। আর যদি মনে করেন যে অতীতের মত স্বৈরাচারী কায়দায় প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমিয়ে দিবেন, স্তব্ধ করে দিবেন। তাহলে আপনাদের দুঃসংবাদ দিচ্ছি এটি বাংলাদেশে আর হবে না। তিনি বলেন, এই জনগণ আর ফ্যাসিবাদকে কখনো কবুল করে নেবে না, ফ্যাসিবাদের কাছে আর মাথা নত করবে না। ঠিক সঙ্গবদ্ধভাবে জনবল রুখে দাঁড়িয়েছে, রুখে দাঁড়াবে এবং দিন দিন এর গতি বৃদ্ধি পাবে একটা জায়গায় গিয়ে তার পূর্ণ সমাধান হবে। মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের সাহসিকতার প্রশংসা করে জামায়াত আমির বলেন, আমাদের প্রিয় সম্মানিত সহকর্মী প্রমাণ করেছেন আমরা কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না। এটাই হবে আমাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা শুধু ভয় পাই আল্লাহ তাআলাকে। উল্লেখ্য, বিমানবন্দরে সরকারি কাজে বাধা ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান। গত ১ নভেম্বর হাইকোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করেন। পরে মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সকালে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি।

১৭ বছর গণতন্ত্র লুণ্ঠিত

করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে আবারও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) জাতীয় সংসদে স্পিকারের কার্যালয়ে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান পার্টনার ফর ডেমোক্রেসি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাসের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন। স্পিকার বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম অবাধ, গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল এ নির্বাচনকে অত্যন্ত সুষ্ঠু হিসেবে প্রশংসা করেছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সার্বিক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ ছাড়া সংবিধান সংশোধন কমিটির কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংসদীয় বিতর্ক শোনা ও বোঝার সুযোগ সহজতর করার বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতু

ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ?মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ নির্দেশনা দেন। বৈঠকে জানানো হয়, দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর সেতু দুটির অবস্থান, নকশা ও ব্যয় চূড়ান্ত করা হবে। দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে ওয়াই-আকৃতির সংযোগব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং বেনাপোল ও দর্শনা স্থলবন্দরের সঙ্গে বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় যমুনা সেতুর ক্ষেত্রে রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়। শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট মোকাবিলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নদীর প্রবাহ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ব্যারেজের ওপর দিয়ে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন, জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ও উঠে আসে। বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, রেলপথ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ, নৌপরিবহন ও সেতু বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন ও সামাজিক

সাধারণ মানুষ আন্দাজ করতে পারছে না। আবার, পিরোজপুরে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলার বাদি মানিক পশারির গার্ড অব অনার ও দাফন-জানাজা নিয়ে যা ছড়াচ্ছে তাও অনেকটাই গুজবে ঠাসা। সাধারণ মানুষেরা সঠিক তথ্য বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছি। এর সব কিছুর পেছনে রয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অননুমোদিত মোবাইল নির্ভর অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাধ ভিউ বাণিজ্য। শিঘ্রই এ বিষয়ে সরকারের নজরদারি আবশ্যক বলে মনে করছি।

সাইফুল তরফদার
পটুয়াখালি

বোরহানউদ্দিনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে

করা হয়। মামলায় ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ আলী বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিলে অর্থায়ন ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে জাফর হাজীকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পায়রার ভাঙনে বিলীন ৬ বসতঘর

ও মহসিন সিকদার। এর আগেও গত কয়েক মাসে পিঁপড়াখালী গ্রামের প্রায় ১১টি পরিবার পায়রা নদীর ভাঙনে তাদের বসতভিটা হারিয়েছেন। নদীভাঙনের অব্যাহত বিস্তারে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে মির্জাগঞ্জ উপজেলার ভূখণ্ড। সরেজমিনে দেখা গেছে, ভাঙনকবলিত এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের শেষ সম্বলটুকু রক্ষায় আধাপাকা ঘরবাড়ি নিজেরাই ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। ভাঙন প্রতিরোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে পিঁপড়াখালীর উত্তর দিকে কিছু জিওব্যাগ ফেলা হলেও শীতের মৌসুমে দক্ষিণ দিক থেকে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য, নদীভাঙনের কারণে জীবিকার তাগিদে বারবার বসতভিটা পরিবর্তন করতে হয়েছে তাদের। দ্রুত স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে একসময় পিঁপড়াখালী গ্রামটি পুরোপুরি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। ইতোমধ্যে ভাঙনের শিকার বহু পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। গত বছরও নদীভাঙনের আশঙ্কায় জাকির প্যাদার ঘরসহ ৪-৫টি বসতঘর অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে নদীরক্ষা বাঁধের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উপজেলার কাকড়াবুনিয়া লঞ্চঘাট এলাকা ও ব্যস্ততম বাজারটি এখন সরাসরি ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। পায়রা নদীর অব্যাহত ভাঙনে মেনিয়াবাদ ও পিঁপড়াখালী গ্রাম দুটি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। ইতোমধ্যে গ্রাম দুটির কয়েক হাজার একর ফসলি জমি, অসংখ্য বসতঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কবরস্থান নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। পিঁপড়াখালী গ্রামের বাসিন্দা ও সহকারী শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলেন, এ এলাকায় পায়রা নদীর ভাঙন যেন নিত্যদিনের ঘটনা। পানি উন্নয়ন বোর্ড যতবারই বাঁধ নির্মাণ করে, কিছুদিন পর তা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। বিশেষ করে পিঁপড়াখালী ও সুন্দ্রাকলিকাপুর এলাকায় ভাঙনের ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি। নদীর করাল গ্রাসে একসময়ের জমজমাট পিঁপড়াখালী বাজার এখন প্রায় বিলুপ্ত। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'পিঁপড়াখালী পরিবার'-এর কর্মকর্তা সুলতান আহম্মেদ জানান, নদীভাঙনে এলাকার একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন ইতোমধ্যে নদীগর্ভে চলে গেছে। কিন্তু ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি কোনো পদক্ষেপ এখনো দৃশ্যমান নয়। পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এমরান হোসেন বলেন, পিঁপড়াখালী এলাকায় নদীভাঙন প্রতিরোধে সার্ভে বা জরিপ কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জরিপ সম্পন্ন হলে পায়রা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ীভাবে ব্লক ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এ ছাড়া ভাঙন প্রতিরোধের সার্বিক পরিস্থিতি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বরাদ্দ বা বাজেট পাওয়া মাত্রই বাঁধের ভাঙন রোধে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

ঝালকাঠিতে আরও ৩৫ সার

বলেন, কৃষকদের কাছে সময়মতো ও ন্যায্যমূল্যে সার পৌঁছে দিতে ডিলারদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সার বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম, কৃত্রিম সংকট বা হয়রানি বরদাশত করা হবে না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সরকারি গৈলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

ও বরিশাল জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমানের উদ্যোগে সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বরিশাল জেলা উত্তর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও আগৈলঝাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেন লাল্টু, সহকারী প্রধান শিক্ষক গোলাম ছরোয়ার, উপজেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক আরিফ হোসেন ফিরোজ মোল্লা, বিএনপি নেতা সাইফুল মুন্সি, মান্নান মিয়া, হিমু বক্তিয়ার, শাহিন তালুকদার, মাহদুন জাহিদ জয়, মোল্লা হোসাইন, আশ্রাফুল আলম বিপুল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের আহবায়ক কামরুল ইসলাম জুয়েল, বরিশাল জেলা উত্তর যুবদলের সদস্য হেমায়েত তালুকদার, সালমান হাসান রিপন, স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা হাসান হাওলাদার, মাসুম শিকদার, সাব্বির হোসেন ও আনোয়ার মোল্লা প্রমুখ। উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেন লাল্টু বলেন, একটি সুস্থ, মানবিক ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল হক বলেন, বরিশাল জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমানের উদ্যোগে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে ক্রিকেট খেলার সামগ্রী, ফুটবলসহ বিভিন্ন ১৭টি ক্রীড়া সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাপুরে যুবককে তুলে নিয়ে হত্যা

সাতুরিয়া ইউনিয়নের উত্তর তারাবুনিয়া এলাকার মৃত আব্দুল ছত্তার হাওলাদারের ছেলে। পুলিশ জানায়, প্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ আরও জানায়, শাহজাহান হাওলাদারের বিরুদ্ধে কাউখালী থানায় এক পুলিশ সদস্যের স্ত্রী হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক ডাকাতির মামলা রয়েছে। রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস বলেন, নুরে আলম হত্যা মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেফতারেও পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে রাজাপুরের নৈকাঠি এলাকার বাসিন্দা নুরে আলমকে ভাড়া বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর কাঠিপাড়া এলাকার কতবেলতলার একটি নালায় তার মরদেহ ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পরদিন সকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই মো. মাহে আলম বাদী হয়ে ওই দিনই রাজাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় তিনজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও চার থেকে পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। এতে শাহজাহান হাওলাদারকে প্রধান আসামি করা হয়।

ভাণ্ডারিয়ায় আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল

হয়, নকলমুক্ত ও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় 'আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার' (কেন্দ্র কোড: ৫৬৮) পরীক্ষা কেন্দ্রটি স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ০৫/১১/২০২৬ খ্রি. হতে পরবর্তী সকল পরীক্ষা ভাণ্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসায় (কেন্দ্র কোড: ৫৬৭)-এ অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের দ্রুত এই বিষয়টি আবশ্যিকভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ও তেলিখালী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি, তপশীলী, অলিখিত উত্তরপত্র, পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, আয়-ব্যয় হিসাব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভাণ্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসার নিকট আগামী ০৩/১১/২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এবং একই বিজ্ঞপ্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ভূমি অফিস ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুরের স্মারকের প্রেক্ষিতে এবং ভাইস চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। এদিকে এবিষয়ে আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো.আব্দুল্লাহ মাহমুদ তালুকদার কেন্দ্র স্থগিত বা স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে(ফেইসবুকে)দেখেছি। কিন্তু অফিসিয়ালি কোন চিঠি পাইনি। তবে এটি উদ্দেশ্য মূলক!। তার দাবি এই কেন্দ্রে সন্তানসম্ভাবা নারী পরীক্ষার্থীসহ প্রায় ৩শত (নারী-পুরুষ)পরীক্ষার্থী আছে। তাদের প্রায় ১৫কিলোমিটার দুরত্বে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহনে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনায় পড়তে হবে বলেও তার দাবি। এবিষয়ে ভাণ্ডারিয়া উপজেলা ও পৌর প্রশাসক,উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. হাসিবুল হাসান জানান, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ নকলমুক্ত, স্বচ্ছ এবং অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এই কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উপজেলা প্রশাসন সার্বিক তদারকি চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ বাসে মিললো ১৩ লাখ টাকার

আনুমানিক বাজারমূল্য ১৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা। অভিযান শেষে বাসের চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে বাসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জব্দ করা জাটকা স্থানীয় এতিমখানা, মাদরাসা এবং অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে, জেলা বন বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শাপলাপাতা মাছগুলো মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা হয়। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং নিষিদ্ধ মাছের পরিবহন ও বিপণন বন্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

রান্নাঘর থেকে ছড়িয়ে পড়া

ইউনূস মৃধা বলেন, 'আমরা তিন ভই। আমি জীবিত আছি, বাকি দুই ভাই মারা গেছেন। আমি গোসল করতে বের হয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখি, ভাই ইব্রাহিম মৃধার ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দৌড়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু আগুনের তাপে ঢুকতে পারিনি। পরে চিৎকার করলে এলাকার লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের তিনটি ঘরই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নগদ টাকা, আসবাবপত্র ও স্বর্ণালংকার কিছুই রক্ষা করতে পারিনি। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। বেঁচে থাকার জন্য উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা চাই।' গলাচিপা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দলনেতা মো. জাকির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে তিনটি ঘরের নগদ টাকা, আসবাবপত্রসহ মূল্যবান জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা হতে পারে। দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, খবর পেয়ে আমি ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে।

পিরোজপুরকে মাদকমুক্ত করতে

নেছারাবাদ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশিক আহমেদ। সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যুবসমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা, পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রাখা। অন্যদিকে বিকেলে কাউখালী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেহেনা আক্তার। সভায় বক্তারা বলেন, মাদক একটি ব্যক্তি ও পরিবারকে ধ্বংসের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলছে। তাই মাদকবিরোধী আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচারপত্র বিলি ও নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে হবে। একই সাথে মাদকাসক্তদের সঠিক চিকিৎসা ও কার্যকর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক মো. শাহ আলম, নেছারাবাদ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মঈনুল হাসান, স্বরূপকাঠি পৌরসভার সাবেক মেয়র শফিকুল ইসলাম ফরিদ, উপজেলা জামায়াতের আমির আবুল কালাম আজাদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আনোয়ারসহ স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

শ্বশুরবাড়ি জামাতার ইয়াবা মজুতের

একটি দল। এ সময় সেলিম প্যাদার স্ত্রী কহিনুর বেগমের কাছ থেকে ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির রান্নাঘরে লুকিয়ে রাখা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে আরও ৪ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেন অভিযানকারী দলের সদস্যরা। এ ছাড়া ইয়াবা বহন ও মোড়ক জাতকরণে ব্যবহৃত ব্যাগ, স্কচটেপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান সবুজ মৃধা। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সংগ্রহ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বরগুনা জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ সেলিম ও কহিনুর বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের জামাতা সবুজ মৃধা পালিয়ে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। গ্রেফতারদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, সবুজ মৃধা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে মজুত রাখতেন। পরে সেখান থেকে গাড়িতে করে বিভিন্ন এলাকায় এসব ইয়াবা বিক্রি করতেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উপজেলার চুনাখালী বাজার, চরখালী, কালিবাড়ী ও গোজখালী গ্রামে রাতের আঁধারে মাদক কেনাবেচা চলে। সায়েখ হাওলাদার ও তাঁর ভাই শাহীন হাওলাদার, বাবলু এবং রিনা বেগম নামের কয়েকজন এসব মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, এ ঘটনায় গ্রেফতার দুজন ও পলাতক সবুজ মৃধার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আমতলী থানায় মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে গ্রেফতার দুজনকে আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রবাসী স্বামীকে নিঃস্ব করে পালালো

করা এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে সাবেক স্ত্রী নাসরিন সুলতানা এবং তারিকুল ইসলাম পরিকল্পিতভাবে তাঁর অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন। মনির হোসেনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালের ৪ ডিসেম্বর নাসরিন সুলতানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে আবদুল্লাহ (১১) নামে এক ছেলে এবং আসফিয়া জাহান আদিবা (৯) নামে এক মেয়ে রয়েছে। বিয়ের আগে থেকেই তিনি সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসে উপার্জিত অর্থের বড় একটি অংশ স্ত্রীর কাছে পাঠাতেন। এমনকি স্ত্রীর কথামতো ৭ লাখ টাকা ব্যয়ে তাঁকে ১৫৩ নম্বর বেগম শামসুন্নাহার শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরির ব্যবস্থাও করে দেন বলে দাবি করেন তিনি। অভিযোগে বলা হয়, ২০২৩ সালের ১৬ জুন সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার সময় প্রায় ১১ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের বার নিয়ে আসেন মনির হোসেন। ওই স্বর্ণের তৎকালীন বাজারমূল্য ছিল ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রেখে স্বর্ণের বারটি তাঁর কাছে রেখে পুনরায় বিদেশে চলে যান তিনি। পরবর্তী সময়ে স্ত্রী নিজের এলাকায় জমি কেনার কথা জানালে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে স্বর্ণের বার বিক্রি করে জমি কেনার সম্মতি দেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, সন্তানদের নামে জমি কেনার কথা বলে স্ত্রী নিজের নামে জমি ক্রয় করেন। জমির মূল্য ৫ লাখ টাকা দেখিয়ে অবশিষ্ট ২৩ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ করেন। মনির হোসেন আরও অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালের মার্চ থেকে ২০১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সৌদি আরবে অবস্থানকালে স্ত্রীর অগ্রণী ব্যাংকের মুলাদী শাখার হিসাবে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জে বাসাভাড়া ও সংসার পরিচালনার জন্যও অর্থ দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিদেশ থেকে স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে আরও ২ লাখ ৮৫ হাজার ৮৯৯ টাকা পাঠান এবং নারায়ণগঞ্জে বাসাভাড়া বাবদ তিন মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরার পর ১৫ নভেম্বর স্ত্রীর কাছে নগদ ১৫ লাখ ৪১ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে স্বর্ণালংকার কিনে দেন। তবে পাঠানো অর্থ ও স্বর্ণালংকারের হিসাব চাইলে স্ত্রী নানা অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। একপর্যায়ে একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারিকুল ইসলামের সঙ্গে স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার অভিযোগ জানতে পারেন মনির হোসেন। বিষয়টি জানার পর তাঁদের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাঁর অভিযোগ, গত ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকেলে কোনো আলোচনা ছাড়াই স্ত্রী তাঁর ভাইকে খবর দিয়ে নগদ এক লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে যান। ওই দিনই তাঁকে তালাকের নোটিশ পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেও কোনো সমাধান পাননি বলে দাবি করেন তিনি। বরং তাঁর বিরুদ্ধে সিআর মামলা দায়ের করা হয়। পরে প্রতিকার ও ন্যায়বিচারের আশায় আদালতের শরণাপন্ন হন মনির হোসেন। তাঁর দায়ের করা মামলায় আদালত পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। দীর্ঘ তদন্ত শেষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পিবিআইয়ের সহকারী উপপরিদর্শক মো. রহিম আদালতে নাসরিন সুলতানা ও তারিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মনির হোসেনের দাবি, সাবেক স্ত্রী ও তাঁর কথিত প্রেমিক যোগসাজশ করে সর্বমোট ৪৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পাশাপাশি স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য সম্পদের হিসাবও তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। বরিশাল প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া লিখিত বক্তব্যে মনির হোসেন এসব অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, দীর্ঘদিনের প্রবাসজীবনের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি এ ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার, আত্মসাৎ করা অর্থ ও সম্পদ উদ্ধারের পাশাপাশি সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

পাসের চেয়ে আসন বেশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামনে তৈরি হচ্ছে বিপুলসংখ্যক আসন পূরণের চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ, উচ্চশিক্ষায় এবার আসন সংকটের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে শিক্ষার্থী ও আসনের অসম বণ্টনের বাস্তবতা। ফলের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নিয়েছিলেন মোট ১২ লাখ ৪০ হাজার ৭৯৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন। পাসের হার ৫২ দশমিক ১২ শতাংশ। সে হিসাবে অকৃতকার্য হয়েছেন ৫ লাখ ৯৪ হাজার ১১৩ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৪৮ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে তা কমেছে ৬ দশমিক ৭১ শতাংশ পয়েন্ট। তবে শুধু পাসের হারই নয়, সর্বোচ্চ ফল অর্জনকারীর সংখ্যাতেও বড় পতন দেখা গেছে। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪০ হাজার ৮৪ জন শিক্ষার্থী, গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৬৯ হাজার ৯৭। অর্থাৎ এক বছরে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ২৯ হাজার ১৩। লিঙ্গভিত্তিক ফলে পাসের হারে ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছেন। ছাত্রীদের পাসের হার ৫৬ দশমিক ৩১ শতাংশ, আর ছাত্রদের ৪৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ। সংখ্যার হিসাবে উত্তীর্ণ ছাত্রী ৩ লাখ ৫৬ হাজার ৫২৮ জন এবং ছাত্র ২ লাখ ৯০ হাজার ১৫৭ জন। তবে জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য এগিয়ে ছাত্ররা। মোট জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ২০ হাজার ৩৬৩ জন এবং ছাত্রী ১৯ হাজার ৭২১ জন। প্রাতিষ্ঠানিক ফলেও রয়েছে বড় ব্যবধান। এবার ১৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছেন, বিপরীতে ২৯৩টি প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীই পাস করতে পারেননি। এই ফলের বিপরীতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসনসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে ব্যবধানের চিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের আসনসংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে স্নাতক পর্যায়ে মোট আসন রয়েছে ১৪ লাখ ৯২ হাজার ২৮৮টি। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০ লাখ ৮২ হাজার ২৮৮টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ লাখ ১০ হাজার আসন রয়েছে। বিপরীতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন। দুই পরিসংখ্যানের ব্যবধান ৮ লাখ ৪৫ হাজার ৬০৩টি আসন। অর্থাৎ পাস করা সব শিক্ষার্থী কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও মোট আসনের অর্ধেকের বেশি অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই হিসাব সামগ্রিক আসন ও উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনাভিত্তিক। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, ভর্তি পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের পছন্দ এবং প্রতিষ্ঠানভেদে ভর্তির শর্তের কারণে বাস্তবে সব আসন সব শিক্ষার্থীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত নয়। সামগ্রিকভাবে আসন উদ্বৃত্ত থাকলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসগুলোতে ভর্তির প্রতিযোগিতার চিত্র হবে সম্পূর্ণ আলাদা। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে স্নাতক পর্যায়ে মোট আসন রয়েছে ৬৩ হাজার ৬৫৬টি। অর্থাৎ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় এই আসনসংখ্যা অনেক কম। হিসাব অনুযায়ী, পাস করা শিক্ষার্থীদের মাত্র ৯ দশমিক ৮ শতাংশের জন্য রয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে পড়ার সুযোগ। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে অধিভুক্ত কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক আসনসংখ্যা বিশ্লেষণেও এই প্রতিযোগিতার চিত্র পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে আসন রয়েছে ৬ হাজার ১২৫টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৯৫৬টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৩৩টি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৮৪৮টি। প্রকৌশল শিক্ষায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েটে) আসন ১ হাজার ৩০৯টি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েটে) ৯৩১টি, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েটে) ১ হাজার ২৩৫টি, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েটে) ১ হাজার ১০৫টি এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েটে) ৭৮০টি। এদিকে কৃষিশিক্ষায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৩৪টি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১০টি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০৫টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৩১টি এবং খুলনা ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৫০ ও ৮৪টি আসন রয়েছে। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৬৩৬টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ১০৯টি, হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ১০০টি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৬১১টি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৯৫৭টি আসন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সীমিত আসনের বিপরীতে জিপিএ-৫ পাওয়া ৪০ হাজার ৮৪ জনসহ ভালো ফল করা বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর আবেদন থাকায় প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পছন্দের বিষয় ও প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেতে মেধাতালিকায় অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এদিকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও মেডিকেল ভর্তি পরিস্থিতিও এই সামগ্রিক আসন উদ্বৃত্তের হিসাব থেকে আলাদা। কারণ, এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক শর্ত ও পৃথক ভর্তি পরীক্ষা। দেশে ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে ৫ হাজার ১০০টি এবং ৭২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৬ হাজার ১টি। এর বাইরে ঢাকা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ হাজার ৪৮৬টি, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩ হাজার ৯০৫টি এবং রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫ হাজার ৯৭১টি আসন রয়েছে। ডেন্টাল শিক্ষায় সরকারি কলেজগুলোতে ৫৪৫টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজগুলোতে ১ হাজার ৪৯০টি আসন নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি আর্মড ফোর্সেস ও আর্মি মেডিকেল কলেজগুলোতে রয়েছে ৩৭৫টি আসন। ফলে সামগ্রিক উচ্চশিক্ষায় আসন উদ্বৃত্ত থাকলেও মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষায় সীমিত আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থীদের প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর ও মেধাক্রমের ভিত্তিতে সুযোগ নির্ধারিত হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতার চাপ আলাদা গুরুত্ব পাবে। তবে আসন ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার এই ব্যবধানের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের বাইরের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ৬১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট আসন রয়েছে ১০ লাখ ১৮ হাজার ৬৩২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলোর। এসব প্রতিষ্ঠানে স্নাতক পর্যায়ে আসন রয়েছে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৯৫টি। এ ছাড়া ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে ১ লাখ ১০ হাজার ৫৫টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ১৮ হাজার ৮৮৬টি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪২ হাজার ৪৩৮টি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ২ হাজার ৯০টি এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে ১ হাজার ৪৪০টি আসন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের আসন পূরণ অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের পছন্দ, অবস্থান, আর্থিক সামর্থ্য ও বিষয় নির্বাচনের ওপর। ফলে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানে বিভাগভিত্তিক আসন পূরণ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখাও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। দেশে অনুমোদিত ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসন রয়েছে ৪ লাখ ১০ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদা তুলনামূলক বেশি থাকলেও মধ্যম ও নতুন পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তির ওপর নির্ভর করে একাডেমিক কার্যক্রম ও আর্থিক পরিকল্পনা পরিচালনা করে। এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রায় ৫ লাখ ৯৪ হাজার শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সম্ভাব্য শিক্ষার্থীসংখ্যা কমেছে। এর প্রভাব পড়তে পারে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রমে। বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠান টিউশন ফির ওপর বেশি নির্ভরশীল, তাদের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তি, বিভাগ পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাড়তি চাপ তৈরি হতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও ভর্তি পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একই ধরনের সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায়

ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান। এসময় তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য অফিসার সৈয়দ আবদাল আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সৌরবিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে সরকার যতটা সম্ভব সৌরবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ-চীন সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'বাংলাদেশ সোলার এক্সপো-২০২৬'-এ প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে সৌরবিদ্যুতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। জাহেদ উর রহমান জানান, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে 'জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২৬-২০৩০' গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নেট মিটারিং ব্যবস্থার আওতায় উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিট ১০ টাকা ৫০ পয়সায় কেনার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাদে নিজস্ব মূলধন ছাড়াই তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সৌর প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয়ভিত্তিক (অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার) মডেলকে উৎসাহিত করছে সরকার। এবারের সোলার এক্সপোর প্রতিপাদ্য–'প্রতি ইঞ্চি ছাদ কাজে লাগাই, সৌরবিদ্যুতের আয় বাড়াই' উল্লেখ করে তিনি বলেন, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে গ্রাহকরা আয়ও করতে পারবেন। ভবিষ্যতে জ্বালানির দাম বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অনেকেই নিজেদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সৌরবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করতে পারেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এক্সপোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে পাওয়া দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে। পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের চলমান জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সৌরবিদ্যুৎ এক বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

সৌদির সঙ্গে আলোচনা, বিদেশি

সামরিক উপস্থিতি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে তেহরান। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় আরাঘচি বলেন, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) দেশগুলোর সঙ্গে ইরানের কোনো শত্রুতা নেই। কাতার ও ওমানের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি জানান, সৌদি আরবের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তেহরান। তার ভাষায়, আঞ্চলিক দেশগুলোর নিজেদের উদ্যোগেই নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত, যেখানে কোনো বিদেশি সামরিক উপস্থিতি থাকবে না। সোমবার (২ নভেম্বর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরাঘচি জানান, সম্প্রতি সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের তেহরান সফরের সময় নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চার দেশ সহযোগিতা বাড়াতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। আরাঘচি বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ উপসাগরীয় দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার কোনো ইচ্ছা ইরানের নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও অন্যান্য মার্কিন স্থাপনায় পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। নতুন সংঘাত এড়াতে উপসাগরীয় দেশগুলোর সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। এদিকে কাতারের মধ্যস্থতায় হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার একটি প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। এতে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সামুদ্রিক অবরোধ বন্ধ, ইরানের তেল রপ্তানির সুযোগ নিশ্চিত করা, জব্দ সম্পদ ছেড়ে দেওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কমানোর দাবি পূরণ করতে হবে। এরপরের দিন প্রণালি খুলে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। আরাঘচি জানান, কাতারের মধ্যস্থতায় নিউইয়র্কে মার্কিন প্রতিনিধি স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা হয়েছে। তবে সরাসরি বৈঠকের বিষয়ে কোনো সমঝোতা হয়নি। তিনি স্পষ্ট করেন, হরমুজ প্রণালি নিয়ে আলোচনা এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে সমঝোতা আলাদা বিষয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলা শুরুর পর দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে কূটনৈতিক যোগাযোগ চলছে। ইরান কূটনীতিতে আগ্রহী হলেও নতুন সামরিক হামলা হলে জবাব দিতে তাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে তেহরান। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি



ভাণ্ডারিয়ায় ফার্মেসীতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, পাইকারি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় পাইকারি লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে পাইকারি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অপরাধে 'জোমাদ্দার মেডিকেল হল' নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে ভবিষ্যতে পাইকারি ওষুধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) শেরেবাংলা পপুলার রোড এলাকায় উপজেলা প্রশাসন ও জেলা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন ভাণ্ডারিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উজ্জ্বল হালদার। এ সময় জেলা ওষুধ প্রশাসনের ড্রাগ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শেরেবাংলা পপুলার রোডের 'জোমাদ্দার মেডিকেল হল'-এর প্রোপাইটার হুমায়ুন কবির জোমাদ্দার কোনো ধরনের পাইকারি লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে পাইকারি পর্যায়ে ওষুধ বিক্রি করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এবং ঢাকার মিটফোর্ড কেন্দ্রিক কিছু অননুমোদিত ও সন্দেহজনক ওষুধ জব্দ করা হয়।

জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধের মতো সংবেদনশীল পণ্যে এ ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ায় ওষুধ ও কসমেটিক আইন, ২০২৩-এর ৪০(খ) ও ৪০(ঘ) ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে পাইকারি লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ বিক্রি না করা এবং মিটফোর্ড বা অননুমোদিত উৎস থেকে সংগৃহীত ওষুধ বিক্রি থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করেন, মানুষের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের এমন কারচুপি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসা ও নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বুধবার ॥ ০৪ নভেম্বর ২০২৬ ॥ ১৯ কার্তিক ১৪৩৩

সৌদির সঙ্গে আলোচনা, বিদেশি সেনামুক্ত মধ্যপ্রাচ্য চায় ইরান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক দেশগুলোর নেতৃত্বে নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইরান। এজন্য সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি ৩ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সৌরবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে সরকার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সৌরবিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে সরকার যতটা সম্ভব সৌরবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ৩ এর পাতায় দেখুন



পাসের চেয়ে আসন বেশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাঁকা থাকবে সাড়ে ৮ লাখ আসন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে তৈরি হয়েছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। একদিকে কমেছে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্নাতক পর্যায়ে রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ আসন। বিপরীতে এবার পরীক্ষায় পাস করেছে ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন শিক্ষার্থী। ফলে উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হলেও ৮ লাখ ৪৫ হাজার আসন ফাঁকা থাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। এতে একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেলসহ শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় ৩ এর পাতায় দেখুন



পিরোজপুরকে মাদকমুক্ত করতে নেছারাবাদ ও কাউখালীতে পৃথক মতবিনিময় সভা

নেছারাবাদ ও কাউখালী প্রতিনিধি

পিরোজপুর জেলাকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বক্তারা স্পষ্ট করেছেন, শুধু আইন প্রয়োগ বা পুলিশি অভিযান দিয়ে এ সর্বগ্রাসী ব্যাধি নির্মূল সম্ভব নয়; এজন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর ২০২৬) পিরোজপুর জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) ও কাউখালী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পৃথক দুটি মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভা সঞ্চালনা করেন 'মাদক প্রতিরোধে সামাজিক উদ্যোগ'-এর আহ্বায়ক, পিরোজপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মো. মনিরুজ্জামান নাসিম আলী। সকালে ৩ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরবাড়ি জামাতার ইয়াবা মজুতের আস্তানা, শ্বশুর ও শাশুড়ী গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট



বরগুনার আমতলীতে ৪ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে গেছেন তাঁদের জামাতা সবুজ মৃধা। পুলিশের দাবি, শ্বশুরবাড়িতে ইয়াবা মজুত করে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতেন সবুজ। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাতে পূর্ব চুনাখালী গ্রামের সেলিম প্যাদার বাড়িতে অভিযান চালায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রবাসী স্বামীকে নিঃস্ব করে পালালো স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা কারাগারে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

দীর্ঘদিন সৌদি আরবে প্রবাসজীবন কাটিয়ে উপার্জিত অর্থ, স্বর্ণালংকার ও সম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় ৪৯ লাখ ৪৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে এক প্রবাসীর সাবেক স্ত্রী ও তাঁর কথিত প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। অভিযোগকারী মো. মনির হোসেন চৌধুরী বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজীরহাট থানার সন্তোষপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন সৌদি আরবে চাকরি করে কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে সংসার পরিচালনা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ৩ এর পাতায় দেখুন



পাঁচ বাসে মিললো ১৩ লাখ টাকার নিষিদ্ধ শাপলাপাতা মাছ-জাটকা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীতে কোস্ট গার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর ও বন বিভাগের যৌথ অভিযানে প্রায় ১৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ শাপলাপাতা মাছ ও জাটকা জব্দ করা হয়েছে। সোমবার (২ নভেম্বর) রাতে পটুয়াখালী সদর উপজেলার টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি যাত্রীবাহী বাস থেকে এসব মাছ জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন পটুয়াখালী, মৎস্য অধিদপ্তর ও বন বিভাগের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সন্দেহজনক পাঁচটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ২১০ কেজি শাপলাপাতা মাছ ও ১ হাজার ১৫০ কেজি জাটকা উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা মাছের ৩ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়ায় আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার ফাজিল পরীক্ষার কেন্দ্র স্থগিত

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ইকড়ি আল-গায়যালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত ফাজিল (পাস) ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ পরীক্ষা-২০২৫ এর পরীক্ষা কেন্দ্রটি স্থগিত ও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, গত ০২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মো. ওয়ালিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো ৩ এর পাতায় দেখুন

রান্নাঘর থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুনে ভস্মীভূত তিন সহোদরের বসতঘর

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর দশমিনায় বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনে তিন সহোদর ভাইয়ের তিনটি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্রসহ ঘরে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, এতে তাঁদের ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সোমবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম আলীপুর গ্রামের মৃধা বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হলেন ওই গ্রামের মৃত গঞ্জোর আলী মৃধার ছেলে ইউনুস মৃধা, নুরু মৃধা ও ইব্রাহিম মৃধার পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত গঞ্জোর আলী মৃধার তিন ছেলে একই বাড়িতে পাশাপাশি তিনটি বসতঘর নির্মাণ করে বসবাস করতেন। দুপুরে ইব্রাহিম মৃধার রান্নাঘর থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পান তাঁর ভাই ইউনুস মৃধা। বাতাসের কারণে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে গলাচিপা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে তিন ভাইয়ের তিনটি বসতঘর পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ৩ এর পাতায় দেখুন



রাজাপুরে যুবককে তুলে নিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ঝালকাঠির রাজাপুরে নুরে আলম নামে এক যুবককে তুলে নিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি মো. শাহজাহান হাওলাদারকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার চার দিন পর সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার মধ্য কবুতরখালী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাজাপুর থানা-পুলিশের সেকেন্ড অফিসার মো. শহিদুল ইসলাম মঠবাড়িয়া থানা-পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। পরে তাকে রাজাপুর থানায় নেওয়া হয়। গ্রেফতার শাহজাহান হাওলাদার রাজাপুর উপজেলার ৩ এর পাতায় দেখুন



সরকারি গৈলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী বিতরণ

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশাল জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমানের উদ্যোগে বরিশালের আগৈলঝাড়ায় সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল হকের সভাপতিত্বে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা।কলে জানা গেছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির বরিশাল বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, বরিশাল রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ৩ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালিয়ায় যৌথ অভিযানে অবৈধ ইটভাটার চিমনি ও চুলা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে সেখানকার মনিরা ব্রিকফিল্ড গুড়িয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সকালে এ অভিযান চলাকালে বড় কাঠালিয়া নামক স্থানে মনিরা ব্রিকফিল্ডের প্রয়োজনীয় বৈধ্য কাগজপত্র না থাকায় ইট তৈরির চুলা ও চিমনি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঠালিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমি রানী জানান, ঝালকাঠি পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান নেছা, পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সোহেল মাহমুদ এ অভিযান চালান। অভিযানের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ঝালকাঠি এর সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান নেছা জানান, আমরা মনিরা ব্রিক ফিল্ডের অবৈধ ১২০ ফিট চিমনি ধ্বংস করেছি। পরবর্তীতে ১২০ ফিট উচ্চতায় যত গুলো ইট ভাটার চিমনি রয়েছে ওইসব ভাটায় অভিযান চালানো হবে।

ঝালকাঠিতে আরও ৩৫ সার ডিলার নিয়োগ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ঝালকাঠিতে নতুন করে ৩৫ জন সার ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় সার ডিলারের সংখ্যা ৬৯। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা শেষে নতুন ডিলারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এ উপলক্ষে বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন। সভায় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন, মৎস্য অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক প্রণব কুমার বিশ্বাসসহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন উপজেলার সার ডিলাররা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলার সার ও বীজের সরবরাহ, বিতরণব্যবস্থা এবং বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। পরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত ৩৫ জন সার ডিলারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন ৩ এর পাতায় দেখুন



পায়রার ভাঙনে বিলীন ৬ বসতঘর অস্তিত্ব সংকটে দুই গ্রাম

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে পায়রা নদীর ভাঙন আবারও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। গত কয়েক দিনে উপজেলার মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নের পিঁপড়াখালী গ্রামে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ৬টি বসতঘর। অব্যাহত ভাঙনে প্রতিদিনই নদী গ্রাস করছে বসতভিটা ও ফসলি জমি। উপজেলার রামপুর, ভিকাখালী, পিঁপড়াখালী, হাজিখালী ও কাকড়াবুনিয়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন তীব্র হওয়ায় বাড়িঘর, মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমি চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, নদীভাঙনের তীব্রতা এতটাই বেড়েছে যে অনেক পরিবার ঘরের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় মালামাল সরিয়ে নেওয়ার সুযোগটুকুও পাচ্ছে না। হঠাৎ বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া ছয় পরিবারের মধ্যে রয়েছেন রুস্তম সিকদার, কুদ্দুস, সহিদ হাওলাদার, বজলু হাওলাদার, আনোয়ার সিকদার ৩ এর পাতায় দেখুন

বোরহানউদ্দিনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অর্থায়নের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ভোলার বোরহানউদ্দিনে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিলে অর্থায়ন ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে জাফর হাজী (৪৫) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (২ নভেম্বর) রাতে উপজেলার টবগী ইউনিয়নের মনিরাম বাজার-সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।



গ্রেফতারকৃত জাফর হাজী ওই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মৃত নুর ইসলাম। পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর সকালে উপজেলার টবগী ইউনিয়নের নতুন হাকিমুদ্দিন বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি বাজার থেকে শুরু হয়ে উদয়পুর রাস্তার মাথায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শেখ হাসিনার দেশে ফেরার দাবিসহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয় বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনায় বোরহানউদ্দিন থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা ৩ এর পাতায় দেখুন

ইসলাম ও প্রচলিত শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়
লুৎফুর রহমান আলিম (ক্যাডেট) মাদরাসা
লুৎফুর রহমান সড়ক, নতুল্লাবাদ, বরিশাল।
আবাসিক অনাবাসিক ডে-কেয়ার
দাখিলে A+ প্রাপ্তদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে আলিম শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
যোগাযোগ: ০১৭১২-৯৫১৪২২, ০১৭১১৮৮৭১৪৮, ০১৭১১-৭৩২২৫৭, ০১৭১৫৪৫২১১৪

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডা. এন.সি.দে রবীন
এমবিবিএস(ঢাকা)ডি.ও(ডিএমসি)
এমডিপি(ইউএসএ) ট্রেইন্ড ইন অরবিস(আমেরিকা)বেইজিং(চীন)
এনআইও(ঢাকা)ফ্যাকো ও গ্লোকোমা ফেলো,জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউড, ঢাকা
ও.এস.বি ন্যাশনাল কনফারেন্স ও শেবাচি সেবা পদকপ্রাপ্ত
মাথা ব্যথা, গ্লোকোমা, ফ্যাকো সার্জন ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ
বিভাগীয় প্রধান:
শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (এক্স) বরিশাল
সাউথ এ্যাপোলো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বরিশাল
বরিশাল চেম্বার: মেঘা ডায়াগনস্টিক ল্যাব
৪০ সদর রোড (হোটেল আলী ইন্টা এর বিপরীতে) বরিশাল। সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৩৯৩৩২০৮৮, ০১৭৫৮৬৩৭৬৭৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution,
Accessories Selling, Training
& Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com